তারিখ 25 MAR 1989
পৃষ্ঠা ২ কলাম

দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

010

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ১১ই চৈত্র, ১৩৯৫,

প্রসঙ্গঃ ভর্তি পরীক্ষা

এইচ, এস, সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে গত নভেম্বর মাসে। মার্চ মাস প্রায় যায়, এখনো বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের উচ্চতর ক্লাসে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরুই হইতে পারিল না। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানা যায়, এই যাবৎ শুধু মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি সম্পন্ন হইয়াছে আর আগামী মাসে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার কথা। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া উঠার মত তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবে ভর্তি পরীক্ষার ফরম দিতে শুরু করিয়াছে। ভর্তির দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষ হইয়া উচ্চতর ক্লাসে কবে নাগাদ ভর্তির পালা সম্পন্ন হইবে তাহা সঠিক করিয়া বলা কঠিন। শুধু এইটুকু বলা যায়, ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হইতে হইতে এই বছরের শিক্ষা-সেসান চলিয়া যাইবে।

শুধু ভর্তি প্রক্রিয়া নয়, আরো কতরকমভাবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়-ক্ষেপণের ব্যবস্থা আছে, তাহা বিশদ বলিতে গেলে লম্বা কাহিনী হইয়া যায়। স্বাধীনতার পর কতগুলি অব্যবস্থা, কিছু গুরুতর শৈথিল্য, অরাজকতা এবং অনিয়মের দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় সময়-ক্ষেপণ একটা সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সময়-ক্ষেপণের মাত্রা এমনই ভয়াবহ যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি চারটি শিক্ষা-সেসান জট পাকাইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবনকে সেসান-জটের জটিলতার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াই ঘটনার শেষ হয় নাই, উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রক্রিয়ার সময়-ক্ষেপণের নূতন নূতন আলামত সৃষ্টি হইয়াই চলিয়াছে। এইচ, এস, সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ভর্তির ক্ষেত্রে পাঁচ মাসের সময়-ক্ষেপণ এই বক্তব্যেরই সাক্ষ্য।

ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হইতে অবশ্যই কিছু সময় লাগে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন লম্বা সময়? গোটা শিক্ষা-সেসান গিলিয়া খাওয়া? দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের দুর্ভোগ আর ক্ষতির দিকে তাকাইবার মতো দৃষ্টি ও সমবেদনা কোথাও বুঝি নাই। শুধু যে ভর্তি প্রক্রিয়াতেই দেরী তাহা নয়। পরীক্ষার খাতা দেখিতেও চলিয়া যায় মাসের পর মাস। স্বাধীনতার আগে স্কুল সার্টিফিকেট কিংবা এইচ, এস, সি'র খাতা দেখিতে এক মাসের বেশী লাগিত না, বলা দরকার লাগিতে দেওয়া হইত না। আর এখন একেকটা পরীক্ষার খাতা দেখিতে কমপক্ষে তিন মাস চার মাস। একেকজন শিক্ষক বা অধ্যাপকের ভাগে সাধারণতঃ পড়ে সোয়াশত দেড়শত খাতা, সেই সংখ্যক খাতা দেখিতে এক মাসের জায়গায় তিন মাস চার মাস কেন লাগে তাহা বুঝা দুঃসাধ্য। ইহাও বুঝা কঠিন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসান-জট খোলার বদলে তো দিন দিন নূতন গিট বাঁধারই ব্যবস্থা চলিতেছে, তবে আর সভা ডাকিয়া বক্তৃতা দিয়া সেসান-জট খোলার এমন হাঁকডাক দেওয়া কেন?

না বলিয়া গত্যন্তর নাই, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চরম অনিয়ম, অরাজকতা ও কর্ম-শৈথিল্য চলিতেছে। এক শ্রেণীর শিক্ষক বিভিন্ন প্রজেক্ট, এন, জি, ও এবং নোট বই লেখা আর ব্যবসা নিয়া প্রকাশ্যেই এমন ব্যস্ত যে, শিক্ষাদানের তাহাদের সময় থাকার কথা নয়। প্রজেক্ট আর এন, জি, ও লইয়া যাহাদের মাতামাতি ও ব্যস্ততা তাহারা বরং ঐ কাজটাই করুক না,—কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা লইয়া এইরকম টানা-হেঁচড়া করার দরকারটা কি? শিক্ষা মন্ত্রণালয় এইদিকে দৃষ্টি দিবেন এই প্রত্যাশা আমরা করি। এক শ্রেণীর শিক্ষকের শিক্ষা-বহির্ভূত কাজে সময়দান ও ব্যস্ততা, যখন খুশি ছুটি নেওয়া, ক্লাস নিতে, খাতা দেখিতে গড়িমসি ইত্যাদি কঠোর হাতে বন্ধ করা দরকার। দরকার ভর্তি প্রক্রিয়া এক হইতে দেড় মাসের মধ্যে বাঁধিয়া দেওয়া। পরীক্ষার খাতা দেখিতে এক মাসের বেশী এবং টেবুলেশান ও রিভিউ ইত্যাদির জন্য পনর দিনের বেশী সময় দেওয়ার কোনই হেতু নাই। আমরা আশা করিব নকল প্রতিরোধে যেমন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া চলিতেছে, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ভর্তি প্রক্রিয়ার সময়-ক্ষেপণ বন্ধের ক্ষেত্রেও তেমনি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। ইহা গোটা দেশেরই দাবী।